13

তারিখ 19 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক সংবাদ

খুলনা বিভাগের ১০টি জেলায় 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম ভেস্তে যাওয়ার আশংকা

ঝিনাইদহ, ১৮ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– খুলনা বিভাগের ১০টি জেলায় 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম ভেস্তে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। বাস্তব–ভিত্তিক সরকারি নীতিমালার অভাব, ধর্মীয় উন্মাদনা ও গোড়ামি, শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া, এনজিওবিরোধী প্রচারণা, প্রশাসনিক ত্রুটি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা–কর্মচারীর গাফিলতি এর কারণ বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের একটি দায়িত্বশীল সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, খুলনা বিভাগের ১০টি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা ২০ লাখ ৪২ হাজার ৫শ' ৩১। এর মধ্যে প্রায় সোয়া ৩ লাখ শিশুকে এবারে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা যায়নি। চলতি বছরের প্রথমে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল ১৭ লাখ ২১ হাজার ৭শ' শিশু। অভাব–অনটনসহ নানাবিধ কারণে গত কয়েক মাসে বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে ৩ লাখ ১৭ হাজার ৪শ' ২৩টি শিশু। ফলে বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ড্রপ–আউট মিলে ১০টি জেলায় ৬ লাখের ওপর শিশু লেখাপড়ার বাইরে রয়েছে।

সূত্রমতে পারিবারিক অভাব–অনটন, বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান না হওয়া, শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের উচ্চমূল্য, সর্বোপরি বাস্তবভিত্তিক নীতিমালার অভাবে এ বছর খুলনা জেলায় ২২ হাজার ৫শ' ২৫ জন, যশোর জেলায় ২৪ হাজার ৪শ' ৪৮ জন, বাগেরহাট জেলায় ১৪ হাজার ৬শ' ৭০ জন, সাতক্ষীরা জেলায় ১৬ হাজার ৩শ' ৯০ জন, মাগুরা জেলায় ৯ হাজার ২শ' ৩৬ জন, কুষ্টিয়া জেলায় ৪২ হাজার ৭শ' ৪০ জন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ২১ হাজার ২শ' ১০ জন, মেহেরপুর জেলায় ১১ হাজার ৬শ' ৬৬ জন, নড়াইল জেলায় ৬ হাজার ২শ' ২১ জন এবং ঝিনাইদহ জেলায় ১৩ হাজার ১শ' ৪২টি শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা যায়নি। অপরদিকে জেলাওয়ারী ড্রপ–আউটের সংখ্যা হচ্ছেঃ খুলনায় ৬৩ হাজার ৬৭, বাগেরহাটে ৭ হাজার ২শ' ৭০, সাতক্ষীরায় ১৪ হাজার ৪শ' ৬০, যশোরে ৬৯ হাজার ৫০, মাগুরায় ২০ হাজার ১শ' ৬৪, কুষ্টিয়ায় ৫৪ হাজার ১শ' ৩৭, চুয়াডাঙ্গায় ২৯ হাজার ৩শ' ৬২, মেহেরপুরে ১৩ হাজার ৬শ' ৫০, নড়াইলে ১৮ হাজার ২শ' ৬৭ এবং ঝিনাইদহে ১৭ হাজার ৯শ' ৯৬ জন।

সূত্রমতে বিদ্যালয় ত্যাগ বা ড্রপ–আউটের সংখ্যা দিনকেদিন বাড়ছে। অথচ এদেরকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার বাস্তব–ভিত্তিক কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত এ সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগে দাঁড়াবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এদিকে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে গম ও চাল পাওয়ার আশায় ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে সত্যি, কিন্তু বিরাজমান সংকট নিরসনে বাস্তবভিত্তিক কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় মূল কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। খাতাপত্রে সুফল প্রচার করা হলেও কাজের কাজ একরকম কিছুই হচ্ছে না।